গাংনীতে বসুন্ধরা শুভসংঘের বার্ষিক মতবিনিময় ও আলোচনা সভা

বসুন্ধরা শুভসংঘ গাংনী উপজেলা শাখার আয়োজনে “কেমন চাই আগামীর বাংলাদেশ?” শীর্ষক আলোচনা ও বার্ষিক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

একাত্তরের চেতনা ও চব্বিশের জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের স্পিরিট ধারণ করে আগামীর বাংলাদেশকে একটি উন্নত সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয় সভায়।

অনুষ্ঠানে বসুন্ধরা শুভসংঘ গাংনী উপজেলা শাখার উপদেষ্টা সৈয়দ জাকির হোসেন মাস্টার বলেন, একাত্তরের চেতনা ও চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের স্পিরিটকে ধারণ করে আগামীর বাংলাদেশকে একটি উন্নত সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা মেহেরপুর জেলা বসুন্ধরা শুভসংঘের সভাপতি মো. রফিকুল ইসলাম বকুল বলেন, ডান-বাম কিংবা বিদেশিদের প্রেসক্রিপশনে নয়, বাংলাদেশকে এখন হাঁটতে হবে নিজের নাক বরাবর বাংলাদেশপন্থী হয়ে।

ইঞ্জিনিয়ার ও বসুন্ধরা শুভসংঘের উপদেষ্টা রাশেদ বোরহান বলেন, ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে তরুণদের সঙ্গে নিয়ে ইসলামের আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে কাজ করতে হবে।

মেহেরপুর জেলা বসুন্ধরা শুভসংঘের সাধারণ সম্পাদক নাফিউল ইসলাম তরুণ সমাজ ও রাজনৈতিক কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তরুণদের এই বাংলাদেশ অপার সম্ভাবনার বাংলাদেশ। সমাজের সব শুভ কাজে তরুণদের একটি প্ল্যাটফর্মে এসে রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতে কাজ করতে হবে। সেই কাজই করে যাচ্ছে বসুন্ধরা শুভসংঘ।

শীতের বিকেলে গাংনী উপজেলার আব্দুল মজিদ মাস্টার স্টাডি সেন্টারে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা ও বার্ষিক সভায় প্রাণবন্ত আলোচনা হয়।

একঝাঁক তরুণদের অংশগ্রহণে আয়োজিত সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বসুন্ধরা শুভসংঘ গাংনী উপজেলা শাখার সহ-সভাপতি মাহফুজ রহমান,

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাংবাদিক এস. এম. তারেক, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও সাংবাদিক জুলফিকার আবির, ত্রাণ ও দুর্যোগ সম্পাদক ফাহাদ হোসেন শিহাব, কার্যকরী সদস্য ইয়াছিন হাবিব, জায়েদ কবির এবং ওয়াহিদুজ্জামান স্বপ্নীল।

নতুন বছরে বসুন্ধরা শুভসংঘ গাংনী উপজেলা শাখা কীভাবে ভিন্নধর্মী সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে এবং বসুন্ধরা শুভসংঘ ডিজিটাল পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা যায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন রাজু আহমেদ বনি।

দর্শনা প্রেসক্লাবে আলোচনা সভা

শরীফ ওসমান বিন হাদীর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে গভীর শোক প্রকাশ, হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবিতে এবং সাম্প্রতিক পত্রিকা অফিস ভাঙচুরের ঘটনার প্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও সাংবাদিক নিরাপত্তা আইন বাস্তবায়নের দাবিতে দর্শনা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এক জরুরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বাদ মাগরিব দর্শনা প্রেসক্লাব কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল। সভায় বক্তারা বলেন, শরীফ ওসমান বিন হাদী হত্যাকাণ্ড শুধু একটি হত্যাই নয়; এটি একটি বিপ্লবকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র এবং দেশ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্ত। রাষ্ট্রকে দুর্বল করে আধিপত্যবাদ কায়েম করার উদ্দেশ্যেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে তারা মন্তব্য করেন। বক্তারা অবিলম্বে হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান।

বক্তারা আরও বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে পত্রিকা অফিস ভাঙচুর,

সাংবাদিকদের ওপর হামলা ও হুমকির ঘটনা বেড়ে চলেছে, যা গণতন্ত্র ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য চরম উদ্বেগজনক। তারা অবিলম্বে সাংবাদিক নিরাপত্তা আইন কার্যকর করা, দায়ীদের বিচারের আওতায় আনা এবং সাংবাদিকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।

সভা থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে ঘোষণা করা হয়, সাংবাদিকদের ওপর যেকোনো হামলা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে দর্শনা প্রেসক্লাব সবসময় সোচ্চার থাকবে এবং প্রয়োজনে বৃহত্তর কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

শেষে শহীদ শরীফ ওসমান বিন হাদীর রুহের মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়।

আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, সাবেক সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ওসমান আলী, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন, আহসান হাবীব মামুন, ওয়াসিম রয়েল, ইমতিয়াজ রয়েল, ফরহাদ হোসেন, আব্দুল হান্নান ও শুকোমল চন্দ্র বাধন।

চুয়াডাঙ্গায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস স্মরণে সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর আলোচনা সভা

“তোমাদের যা বলার ছিল, বলছে কি তা বাংলাদেশ?” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের একত্রে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার বিকেলে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ চত্বরে শহীদ আলাউল ইসলাম অ্যাসোসিয়েশন হলে এই সভা হয়।

এ আয়োজন করে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ, অরিন্দম সাংস্কৃতিক সংগঠন, সংলাপ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী চুয়াডাঙ্গা, জেলা শিল্পী কল্যাণ পরিষদ চুয়াডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা

আবৃত্তি পর্ষদ, প্রগতি লেখক সংঘ চুয়াডাঙ্গা এবং চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য চর্চা কেন্দ্র- চর্চায়ন।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ইকবাল আতাহার তাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, অরিন্দম সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিরন-উর-রশিদ শান্ত ও চুয়াডাঙ্গা আবৃত্তি পরিষদের পরিচালক মনোয়ারা খুশি।

সভায় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ও দর্শনা সরকারি কলেজ সাবেক অধ্যক্ষ সিদ্দিকুর রহমান, সাবেক অধ্যক্ষ হামিদুল হক মুন্সী, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড.মুন্সী আবু সাইফ, সংলাপ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সভাপতি নজির আহমেদ, অরিন্দম সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, প্রগতি লেখক সংঘের সাধারণ সম্পাদক কাজল মাহমুদ, চুয়াডাঙ্গা সাহিত্যচর্চা কেন্দ্র-চর্চায়নের কার্যকরী পরিচালক পিন্টু রহমান, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সভাপতি হাবিবি জহির রায়হান প্রমুখ।

ঝিনাইদহে তামাক নিয়ন্ত্রণে আলোচনা সভা

“স্থায়ীত্বশীল তামাক নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত উদ্যোগ জরুরী” এ বিষয়ে ঝিনাইদহে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) দুপুরে সদর উপজেলার কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের হল রুমে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পদ্মা সমাজকল্যাণ সংস্থার আয়োজনে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ সিরাজুল করিম।

এতে সভাপতিত্ব করেন পদ্মা সমাজকল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ হাবিবুর রহমান। এসময় আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ হায়দার আলী,

পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম, সাংবাদিক বসির আহাম্মেদ, শিক্ষক মহাতাব উদ্দিন, আদিবাসি ফোরামের সভাপতি নীল কান্ত বিশ্বাস, ইউনিয়ন পরিষদের হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর রফিকুল ইসলাম, উদ্যোক্তা মোঃ শাহ্ মিরাজ, ইউপি সদস্য হারুন-অর-রশিদ, পদ্মার মেহেদী হাসান, আশা লতা রানী, হাছিনা খাতুন, ফুলমালা, আছিয়া বেগম, মিরাজুল, ছবির আলী প্রমূখ।

বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় গাংনীতে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা

গাংনীতে রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা ও রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকালে রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া মাহফিলের সভাপতিত্ব করেন রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রবিউল ইসলাম।

\প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুর ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক এডাম সুমন, ইমন হোসেন, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কামরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি, রাইপুর

ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাফর আলীসহ বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

মোনাজাত পরিচালনা করেন হাসানুজ্জামান সিদ্দিকী এবং রাইপুর জামে মসজিদের ইমাম ও সাইফুল ইসলাম। এ সময় নেতাকর্মীরা দুই হাত তুলে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন।

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে দর্শনা পৌর বিএনপির আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

দর্শনায় গতকাল শুক্রবার জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে টার দিকে দর্শনা পৌরসভার শ্যামপুর বিএনপি দলীয় কার্যালয় সংলগ্নে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয় কমিটির অন্যতম সদস্য আলহাজ্ব মশিউর রহমান বলেন, সিপাহী জনতার ঐতিহাসিক বিপ্লব ঘটেছিলো ৭ নভেম্বর। দেশের তৎকালীন রাজনীতি গতিধারা পাল্টে দিয়ে দেশ ও জাতিকে নতুন পরিচয়ে অভিষিক্ত করেছিলেন। ১৯৭৫ সালে ১৫ ই আগস্ট পরবর্তী সেনা অভ্যুত্থানের ও পাল্টা অভ্যুতরের মধ্য দিয়ে দেশের যখন চরম নৈরাজ্য পরিস্থিতি বিরাজ করেছিল তখন সিপাহী জনতা মিলিত ঐক্যের বিপ্লব দেশ ও জাতিকে তার শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিয়েছিল। এর মধ্যে দিয়ে সাময়িক বন্দী দশা থেকে মুক্ত হন স্বাধীনতার ঘোষক তৎকালীন মেজর জেনারেল সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান।

এরপরে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব প্রভাব মুক্ত হয়ে শক্তিশালী গণতন্ত্র অর্গোলন মুক্ত হয়ে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যায়। দেশী বহুদলীয় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়। মানুষের মাঝে স্বস্তি ফিরে আসে। গণতন্ত্রের

প্রবক্তা জিয়াউর রহমানের জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি তার আদর্শে পরিচালিত হয়। এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুকে নির্বাচিত করে বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে হবে। তাই এবার সকলেই ধানের শীষে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন।

উক্ত আলোচনা সভায় দর্শনা পৌরসভার সাবেক মেয়র মহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয় কমিটির অন্যতম সদস্য মহিদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির অন্যতম সদস্য মাহবুবুল ইসলাম খোকন, রেজাউল ইসলাম, বিএনপি নেতা- মোঃ হাবিবুল্লাহ বিশ্বাস, পিয়ার আলী, নুরুল ইসলাম, ইসমাইল আমিন, জুলু মিয়া, হিরোক বিশ্বাস, মোঃ রাসেল আহমেদ, সাবেক সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা মেহজাবিন আফসানা শাপলা (মাস্টার)।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা থানা যুবদলের যুগ্নআহ্বায়ক মোর্শেদুর রহমান লিংকন, মোস্তাফিজুর রহমান মোহন, দর্শনা পৌর যুবদলের সদস্য সচিব জালাল উদ্দিন, দর্শনা পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক আরাফাত হোসেন, দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সদস্য সচিব পলাশ আহমেদ, সাবেক কাউন্সিলর বিলকিস খাতুন, সোনাভানু, যুবদল নেতা- আল মুকিত, মোমিনুল ইসলাম, সাব্বির রহমান, দর্শনা কলেজ ছাত্রদলের যুগ্মআহ্বায়ক মোফাজ্জেল হোসেন মোফা, দর্শনা ডিএস মাদরাসা ছাত্রদলের সভাপতি খন্দকার শাহাব উদ্দিন, ছাত্রদল নেতা- আকাশ, ফয়সাল সহ নেতা কর্মীবৃন্দ।

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও র্যালি

ঐতিহাসিক ৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র উদ্যোগে আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করা হয়।

গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে জেলা পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। পরে সেখান থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সাহাজীপাড়ার মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি আনসার উল হক। প্রধান অতিথি ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, জিয়া পরিবার না থাকলে বাংলাদেশ কোনোদিন ভারতীয় আগ্রাসন থেকে মুক্ত থাকতে পারত না। আজ যে প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে আপনাদের জন্য একটি বড় সুসংবাদ আসবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলাম এবং জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি, এম.এ.কে খায়রুল বাশার, মীর ফারুক, জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, ওমর ফারুক লিটন, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল লতিফ, জেলা বিএনপি’র সাবেক আইনবিষয়ক সম্পাদক আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম এবং জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু।

আলমডাঙ্গায় জামায়াতে ইসলামী’র আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গায় জামায়াতে ইসলামী’র উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেল ৪টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা মঞ্চে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলমডাঙ্গা পৌর জামায়াতে ইসলামী’র আয়োজনে রক্তাক্ত ২৮ অক্টোবর পল্টন ট্র্যাজেডি দিবস উপলক্ষে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবরের লাঠি-বইঠা দিবসে শহীদ জামায়াতে ইসলামী সদস্যদের স্মরণে এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সুবিচারের দাবিতে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে আলমডাঙ্গা পৌর আমির মাহের আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামী’র সহকারী সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল।

আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মামুন রেজার সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামী’র যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক নুর মোহাম্মদ টিপু, আইন ও আদালত বিষয়ক সম্পাদক দারুস সালাম, আলতাফ হোসেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা আমির শফিউল আলম বকুল এবং পৌর জামায়াতের সেক্রেটারি হাফেজ আমিরুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদের সাংবিধানিক ও আইনি স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে জুলাই সনদের স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় ছাত্র ও জনতা আবার রাজপথে নেমে আসবে।

তিনি আরও বলেন, ২০০৬ সালের লগি-বইঠা ঘটনার সময় যাদের হত্যা করা হয়েছিল, তাদের হত্যার বিচার দ্রুত নিশ্চিত করতে হবে।

দর্শনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর

১২ টার দিকে দর্শনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের হলরুমে এ মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

এ মতবিনিময় সভায় দর্শনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ কে এম হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি শফিকুল ইসলাম শাবু তরফদার। এসম তিনি বলেন, শিক্ষার বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানসিক বিকাশ, শিক্ষার উন্নয়নে শুধু শিক্ষক বা প্রতিষ্ঠানের নয়, অভিভাবক ও সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে আরো বলেন, “একটি শিক্ষিত জাতি গড়তে হলে আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য আমি সবসময় আপনাদের পাশে আছি এবং থাকব।”

এসময় উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে শিক্ষকবৃন্দরা শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে তাদের মতামত ও প্রস্তাবনা তুলে ধরেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হাসমত আলী, শিক্ষক সাইদুর রহমান, মাহমুদা, শামসুন নাহার তুলি, হাসান আলী, নাসরিন আক্তারী, হাফিজুর রহমান, রফিকুল ইসলাম, মেহবুব, শামসুন নাহার হীরা, সঞ্চিতা রাণী, শারমিন সুলতানা, সাথী রাণী, আব্দুস সালাম, কামাল হোসেন, খোরশেদ আলম প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শিক্ষক রফিকুল ইসলাম।

দামুড়হুদায় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও

পুরস্কার বিতরণ

দামুড়হুদায় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে র্যলি, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ১০ টায় ” সপ্নগড়ি, সাহসে লড়ি, দেশের কল্যাণে কাজ করি ” এই স্লোগানকে সামনে রেখে উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে এই আলোচনা সভা, র্যলি ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহানের সভাপতিত্বে এসময় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্র, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আল সাবাহ্, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সাংবাদিক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান কাজল, সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা গোলাম রসূল, সহকারী মৎস কর্মকর্তা ফারুক মহলদার, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা হারুন অর রশীদের সঞ্চালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলা আশরাফুল আলম, মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর সুমন আলীসহ মহিলা বিষয়ক ক্লাবের সদস্য, ও উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আমন্ত্রিত ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ।

আলোচনা সভায় বক্তারা জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে বলেন, কন্যশিশু হলো মায়ের জাতি। আজকের কন্যা হলো আগামী প্রজন্মের মা! ইসলাম ধর্মমতে মায়ের পায়ের তলায় সন্তানের জান্নাত। কন্যা সন্তান হোক আর ছেলে সন্তান হোক এবিষয়ে পার্থক্য না করে আমরা সবাই মা বাবার সন্তান এটাই হোক বড় পরিচয়।

বর্তমানে একজন কন্যা বা নারী দেশ সেবায় নিয়োজিত অফিসার, মা বা সাংসারিক গৃহীনি, ব্যবসায়ি, সমাজ সেবক, ধর্মীয় জ্ঞান গরীমায়সহ আর্থসামাজিক উন্নয়নে সকল ক্ষেত্রে আজকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ছেলে সন্তানের চেয়ে কন্যা সন্তান কোন ক্ষেত্রেই পিছিয়ে নেই। সুতরাং আমাদের ছেলে সন্তান হোক আর মেয়ে সন্তান হোক সকলকেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

অনুষ্ঠান শেষে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়!